বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলন।

সপ্তম অধিবেশন।

স্থান—কলিকাতা।

বঙ্গাব্দ ১৩২০ সাল

১লা বৈশাখ।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন

সপ্তম অধিবেশন।

স্থান—কলিকাতা।

(১৩২০)

সূচনা ও পরামর্শ-সভা

গত বৎসর এই এমন দিনে—এই ইষ্টারের ছুটীতে কলিকাতায় বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের সপ্তম অধিবেশন হইয়াছিল। তাহার পূর্ব্ব বৎসর বাঙ্গালা দেশের পূর্ব্বাঞ্চলের একেবারে শেষ সহরে—চট্টগ্রামে এই সম্মিলনের ষষ্ঠ অধিবেশন হইয়াছিল। প্রথামত সেই অধিবেশনে অন্য কোনও জেলা হইতে নিমন্ত্রণ আসে নাই; কাজেই সে অধিবেশনে বলিয়া রাখিতে পারা যায় নাই যে, পরবৎসর কোথায় সাহিত্য-সম্মিলন হইবে। বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন একে একে ছয় বৎসরে বাঙ্গালার পাঁচটি জেলায় এবং বিহারের একটি জেলায় অধিবেশন করিয়া আসিয়াছে। আলোচ্য বর্ষে অর্থাৎ ১৩২০ সালে অপর কোথাও হইতে নিমন্ত্রণ না পাওয়ায় ইহার পরিচালন-সমিতিতে কথা উঠে যে, তবে এ বৎসর কলিকাতাতেই এই সম্মিলনের অধিবেশন হউক। ক্রমে সেই কথা পাকিয়া উঠিলে স্থির হয় যে, এ বিষয়ে একদিন সহরের সমস্ত গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গকে ডাকিয়া পরামর্শ করিয়া কর্ত্তব্য স্থির করিয়া ফেলা উচিত। কলিকাতা সহর যদিও বহু লোকের বস-বাসের স্থান, তবু কলিকাতায় সম্মিলন হইলে জেলা চব্বিশপরগণায় কোন দিন আর স্বতন্ত্র ভাবে সম্মিলন করা চলিবে না, এই বিবেচনায় স্থির হয় যে, কলিকাতা ও চব্বিশপরগণা উভয়কে জড়াইয়া এই সম্মিলনের ব্যবস্থা করিতে হইবে। ইহা স্থির হইলে, সম্মিলনের কাজ-কর্ম্ম কি ভাবে সম্পন্ন হইবে, তাহা ঠিক করিবার জন্য চব্বিশপরগণা টাকীর সুপ্রসিদ্ধ জমীদার এবং বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সম্পাদক শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্ এ, বি এল্, সাহিত্য-সভার সম্পাদক রায় শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী এম্ এ বাহাদুর, সাহিত্য-সম্মিলন নামক সভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বি এল্ এবং চব্বিশ-পরগণা বহড়ুর জমীদার বহু গ্রন্থপ্রণেতা রায় শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ বসু বাহাদুরের আহ্বানে গত ৫ই আশ্বিন (১৩২০), ২১শে সেপ্টেম্বর (১৯১৩) রবিবার অপরাহ্ণ পাঁচটার সময় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দিরে একটি পরামর্শ-সভার অধিবেশন হয়। সভায় সহরের এবং চব্বিশ-পরগণার অনেক মান্য-গণ্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

অভ্যর্থনা-সমিতি ও তাহার কার্যানির্ব্বাহক-সমিতি গঠন

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয়ের প্রস্তাবে আর শ্রীযুক্ত রায় কুঞ্জলাল সিংহ সরস্বতী মহাশয়ের সমর্থনে সুসঙ্গের মহারাজ শ্রীযুক্ত কুমুদচন্দ্র সিংহ শর্ম্মা বি এ মহাশয় এই সভার সভাপতি হইয়াছিলেন। সভাপতি মহাশয় সভার উদ্দেশ্য বুঝাইয়া দিলে, যথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর কলিকাতার ও চব্বিশপরগণার মান্য-গণ্য লোকদিগকে লইয়া একটি অভ্যর্থনা-সমিতি ও তাহার কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি গঠন করা হয়। এই অভ্যর্থনা-সমিতির উপর সম্মিলনের সকল প্রকার আয়োজন করিবার ভার দেওয়া হয় এবং ইহার কার্য্যালয়ের জন্য বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দিরে স্থান প্রার্থনা করা হয় (ক পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)।

সম্মিলন-কার্য্যালয় ও অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ যথাসময়ে অভ্যর্থনা-সমিতির অনুরোধ-মত কেবল যে পরিষৎ মন্দিরে সম্মিলনের কার্য্যালয়ের জন্য স্থান দিয়াছিলেন, তাহা নহে, তাঁহাদের সমস্ত কর্ম্মচারী-কেই ইহার কাজ-কর্ম্মে সাহায্য করিবার জন্য অনুমতি দিয়াছিলেন। ইহা হইলেও অভ্যর্থনা-সমিতিকে কয়েক জন ঠিকা লোক রাখিয়া কাজ চালাইতে হইয়াছিল। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের এইরূপ সাহায্যে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের ব্যয় কম হইয়াছিল। সর্ব্বসম্মতিক্রমে চব্বিশপরগণা নৈহাটীনিবাসী মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্ এ, সি আই ই মহাশয় অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি নির্ব্বাচিত হন।

প্রবন্ধ-নির্ব্বাচনের শাখা-ভেদের নিয়ম পরিবর্ত্তন

অতঃপর সাহিত্য-সম্মিলন-পরিচালন-সমিতি এবং অভ্যর্থনা-সমিতিতে পরামর্শ হয় যে, সম্মিলন-পরিচালন-সমিতির ১২শ নিয়মে যে সাহিত্য, ইতিহাস ও বিজ্ঞান—এই তিন ভাগে প্রবন্ধ ভাগ করিয়া পাঠের নিয়ম আছে, তাহা বদলাইয়া বিষয়-নির্ব্বাচন-সমিতি হইতে সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন ও বিজ্ঞান—এই চারিটি শাখায় ভাগ করিয়া লইতে হইবে এবং প্রয়োজন হইলে এক সময়ে এই চারি শাখার জন্য স্বতন্ত্র চারিটি সভা করিতে হইবে।

স্থান, সময় ও সভাপতি

ইহার পর যথানিয়মে ২৭।২৮।২৯শে চৈত্র, ১০।১১।১২ই এপ্রেল, শুক্র, শনি ও রবিবারে কলিকাতায় টাউন হলে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের সপ্তম অধিবেশন হইবে বলিয়া ইহার সময় ও স্থান স্থির করা হয়। সকলেরই সম্মানভাজন প্রবীণতম সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়কে সম্মিলনের সাধারণ সভাপতি-পদে বরণ করা হয়।

চারি শাখার সভাপতি

তদ্ভিন্ন প্রয়োজন হইলে যদি একই সময়ে বিভিন্ন স্থানে চারিটি শাখার অধিবেশন করিতে হয়, তাহা হইলে সেই চারিটি শাখার জন্য চারি জন সভাপতিও আবশ্যক হইবে; অতএব এই সময়ে তাঁহাদেরও নির্ব্বাচন করিয়া রাখা হয়। সাহিত্য-শাখায় মহামহোপাধ্যায় পাণ্ডিতরাজ কবিসম্রাট্ শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয়, ইতিহাস-শাখায় শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় বি এল্ মহাশয়, দর্শন-শাখায় ডাক্তার শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার রায় ডি এস্ সি মহাশয়

এবং বিজ্ঞান-শাখায় শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ মহাশয় নির্দ্দিষ্ট হন। রামেন্দ্র বাবুর নির্ব্বাচন পূর্ব্ববৎসর চট্টগ্রামে বিজ্ঞান-শাখার অধিবেশনেই হইয়াছিল।

কর্ম্ম-বিভাগ

ইহার পর নিমন্ত্রণাদি করিবার ব্যবস্থা হয় এবং সমস্ত আয়োজন করিবার জন্য অভ্যর্থনা-সমিতি তিন জন সম্পাদককে কার্য্য ভাগ করিয়া দেন। মাননীয় শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের প্রতি নিমন্ত্রণ, প্রতিনিধি সংগ্রহ, সভা-সজ্জা, প্রতিনিধিবর্গের বাসস্থান ও আহারাদির ব্যবস্থা প্রভৃতি সমস্ত সাধারণ কার্য্যের ভার দেওয়া হয়। ইহাঁর সাহায্যের জন্য শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্ এ এবং শ্রীযুক্ত রায় হরেন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্ এ, বি এল্, এই তিন জন সহকারী সম্পাদককে নিযুক্ত করা হয়। রায় শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী এম্ এ বাহাদুরের প্রতি প্রবন্ধ সংগ্রহ, প্রবন্ধের শ্রেণীভাগ, প্রবন্ধ-লেখকগণের নিমন্ত্রণ প্রভৃতি কার্য্যের ভার দেওয়া হয় এবং তাঁহার সাহায্যের জন্য শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ, শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বসু, শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ ও শ্রীযুক্ত সরোজরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, এই চারিজন সহকারী সম্পাদককে নিযুক্ত করা হয়। শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্ এ, বি এল্ মহাশয়ের প্রতি আয়-ব্যয়-বিভাগের অর্থাৎ চাঁদা আদায়, চাঁদা সংগ্রহ, খরচ-পত্রের ব্যবস্থা প্রভৃতি কার্য্যের ভার দেওয়া হয় এবং ইহাঁকে সাহায্য করিবার জন্য শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বি এল্ এবং শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মিত্র, এই দুই জন সহকারী সম্পাদককে নিযুক্ত করা হয়।

নিমন্ত্রণ ও প্রতিনিধি সংগ্রহ

তাহার পর কলিকাতা ও চব্বিশপরগণার সভা-সমিতির নাম ও তাহাদের সমিতির সদস্যগণের নাম ঠিকানা যত দূর সংগ্রহ করিতে পারা গিয়াছিল, তাঁহাদের সকলকেই নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল। ইহা ভিন্ন বাঙ্গালা দেশের আর যেখানে যে সকল সভা-সমিতি আছে, তাহাদের প্রতিনিধি আনাইবার জন্য প্রথমে সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিয়া সভা-সমিতির নাম ঠিকানা সংগ্রহ করিতে চেষ্টা করা হয়। পুনঃ পুনঃ বিজ্ঞাপন দিয়াও দেশের সকল দিক্ হইতে সকল সভা-সমিতির নাম সংগ্রহ করিয়া উঠিতে পারা যায় নাই। অনেকেই সংবাদপত্রের বিজ্ঞাপন দেখিয়াও নাম-ঠিকানা পাঠান নাই। যাহা হউক, নানা উপায়ে বহু চেষ্টায় অনেকগুলি সভা-সমিতিকে প্রতিনিধি পাঠাইবার জন্য নিমন্ত্রণ করা হয় এবং তাঁহাদের নিকট হইতে প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের সংবাদ পাওয়া যায়।

প্রতিনিধি-ব্যবস্থা

কলিকাতায় আসিবার পথ অনেকগুলি এবং আসিবার উপায়ও নানারূপ। সুতরাং প্রতিনিধিরা কে কখন্ কিরূপে আসিবেন, তাহা জানিবার জন্য যথাসাধ্য সুব্যবস্থা করিয়াও ভাল রকম ফল পাওয়া যায় নাই। কারণ, কলিকাতায় প্রায় সকল দেশেরই বহু লোক বাস করেন। যাঁহারা প্রতিনিধি হইয়া আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের অধিকাংশই স্ব স্ব আত্মীয়-স্বজনের বাড়ীতেই থাকিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তাঁহারা অভ্যর্থনা-সমিতিকে কোনই সংবাদ

দেন নাই কিংবা অভ্যর্থনা-সমিতির নির্দ্দেশ-মত নিজ নিজ নির্ব্বাচন-স্থানের সম্পাদকের নিকট হইতে পরিচয়-পত্র লইয়া আসিয়া সম্মিলনের নির্দ্দিষ্ট প্রতিনিধির চিহ্ন (Badge) লইতেও আসেন নাই।

প্রতিনিধি ও দর্শকের উপস্থিতি

এই জন্যই এবার সম্মিলনের অতিথি-সংখ্যা কোনও মফস্বলের অধিবেশনের অতিথি-সংখ্যার মতও হয় নাই। এই কারণেই এবারকার সম্মিলনে নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিগণের মধ্যে প্রকৃত কত জন আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাহার নাম-ঠিকানা বা সংখ্যা করিতে পারা যায় নাই। তবে সম্মিলনের তিন দিনই দর্শক, নিমন্ত্রিত, প্রতিনিধি এবং সাহিত্যিকবর্গে সভায় তিল ধারণের স্থান থাকিত না। কলিকাতা ও চব্বিশপরগণার দর্শক ও অভ্যর্থনা-সমিতির সদস্যগণকে বাদ দিলে সকল রকমে অভ্যাগতের সংখ্যা হাজারের অধিক হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। মহিলা দর্শকের সংখ্যা কলিকাতায় এত অল্প হইয়াছিল যে, তাহা নগণ্য। নগদ মূল্য দিয়া টিকিট কিনিয়া যে সকল দর্শক আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের সংখ্যাও বড় অল্প; কারণ, কলিকাতাবাসী এবং প্রবাসী সকল শ্রেণীর লোকের মধ্যে যাঁহাদের আগমন এই সম্মিলনে প্রার্থনীয় মনে হইয়াছিল, তাঁহাদের অধিকাংশই কোন না কোন সভা-সমিতির সদস্যরূপে, প্রতিনিধি-রূপে, সাহিত্যিকরূপে, উকীল, ডাক্তার, কবিরাজ, লেখক এবং মান্য গণ্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরূপে নিমন্ত্রিতই হইয়াছিলেন। এই কারণে কলিকাতার অভ্যর্থনা-সমিতি সাধারণ দর্শক বেশী পান নাই—আর সেই জন্য টিকিট বেচিয়া অন্য জেলার ন্যায় এখানে বিশেষ কিছু আয় করিতে পারেন নাই।

স্বেচ্ছাসেবক

নানা স্কুল-কলেজ ও ইউনিভারসিটি ইনষ্টিটিউট হইতে স্বেচ্ছাসেবক-দল সংগৃহীত হইয়াছিল। স্বেচ্ছাসেবকগণ রেলষ্টেশনে, ষ্টীমার-ঘাটে, সভাস্থলে ও প্রতিনিধিবর্গের বাসায় কয় দিন উদয়াস্ত পরিশ্রম করিয়াছিলেন। অনেকে প্রতিনিধিবর্গের পরিচর্য্যার জন্য বাসায় বাসায় রাত্রিবাস করিয়া সৌজন্য ও কর্ত্তব্য-পালনের পরিচয় দিয়াছিলেন।

প্রতিনিধিগণের বাসা

টাউন হলে সভা-স্থান হওয়ায় তাহারই নিকটে তিনটি বাড়ীতে প্রতিনিধিবর্গের বাসা স্থির করিয়া রাখা হয়। শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রকৃষ্ণ শীল মহাশয় তাঁহার ১০নং হেষ্টিংস ষ্ট্রীটের সমস্ত তেতালা, আর শ্রীযুক্ত দেবপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয় তাঁহার ১২নং হেষ্টিংস ষ্ট্রীটের সমস্ত তেতালা বিনা ভাড়ায় প্রতিনিধিবর্গের বাসের জন্য ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। অভ্যর্থনা-সমিতি এই সকল বাড়ীতে ইলেক্‌ট্রিক [illegible] পাখা লাগাইয়া প্রতিনিধিবর্গের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। মাননীয় শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহাশয় ইণ্ডিয়া ক্লাবের সেক্রেটারী; তিনি ইণ্ডিয়া ক্লাবে মুসলমান-প্রতিনিধিগণের থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া দেওয়ায় অভ্যর্থনা-সমিতির এই বিষয়ে আর কোন নূতন ব্যবস্থা করিতে হয় নাই।

আহারাদি ও সভা-সজ্জার ব্যবস্থা

আহারাদি সেবাকার্য্যে প্রসিদ্ধ ৺বটকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রতি অতিথিবর্গের আহারাদির ভার দেওয়া হইয়াছিল এবং শ্রীযুক্ত জয়গোপাল দে মহাশয়ের প্রতি সভাসজ্জার ভার দেওয়া হইয়াছিল। ম্যাকিনন মেকেঞ্জি কোম্পানী নানা প্রকার জাহাজী নিশান সভা সাজাইবার জন্য দিয়াছিলেন। টাউন হলের বক্তৃতা-বেদীর সঙ্গে আরও তক্তাপোষ জুড়িয়া বেদীটিকে আরও বাড়াইয়া লওয়া হইয়াছিল এবং নানাবিধ রঙ্গের ঝালর, নিশান, পর্দ্দা, কাগজের ফুলে সভাগৃহ সুন্দর সাজান হইয়াছিল।

অধিবেশনের সময় সম্মিলন-কার্য্যালয়

সম্মিলনের অধিবেশনের কয় দিন সম্মিলনের কার্য্যালয়ের জন্য ইঞ্জিনীয়ার শ্রীযুক্ত চন্দ্রকুমার সরকার মহাশয় ১০নং হেষ্টিংস ষ্ট্রীটের সদর-দরজার পার্শ্বেই তাঁহার নিজের আপিসের ঘরটি ছাড়িয়া দিয়া মহা সুবিধা করিয়া দিয়াছিলেন। এই বাড়ীর তেতালাতেই অতিথি-অভ্যাগতের বাসা দেওয়া হইয়াছিল ; সুতরাং এই বাড়ীতে ঢুকিতেই দরজার পাশে আপিস-ঘর হওয়ায় তাঁহাদের এবং স্বেচ্ছাসেবক-গণের বিশেষ সুবিধা হইয়াছিল। এই বাড়ীর সম্মুখেই ইণ্ডিয়া ক্লাব—সেখানে মুসলমান-প্রতিনিধিবা ছিলেন। সুতরাং উভয় বাড়ীর প্রতিনিধিবর্গের দেখাশুনা, আলাপ-পরিচয়ে বেশ সুবিধা হইয়াছিল।

বিদেশাগত ব্যক্তিবর্গের মিলন

টাউন হলও এই বাড়ীর অতি নিকটে ছিল। সভাভঙ্গের পর সমস্ত অভ্যাগত ও নিমন্ত্রিত ব্যক্তি এই বাড়ীতে আসিয়া জলযোগ করিতেন বলিয়া ভিন্ন ভিন্ন দেশ হইতে যে সকল প্রতিনিধি ও সাহিত্যিক আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের আলাপ-পরিচয়ের বেশ সুবিধা হইয়াছিল। সম্মিলনের তিন দিনের মধ্যে তৃতীয় দিনে সম্মিলনের অতিথিবর্গের সহিত যাঁহারা সম্মিলনের আতিথ্য গ্রহণ করেন নাই, এরূপ কয়েক জন অভ্যাগত ব্যক্তি আর অভ্যর্থনা-সমিতির কতিপয় মান্য-গণ্য ব্যক্তি একত্র আহারাদি করিয়া অতিথিগণকে আপ্যায়িত করিয়াছিলেন। ১০নং হেষ্টিংস ষ্ট্রীটের বাড়ীটি একবারে গঙ্গাতীরে ছিল বলিয়া, অতিথিগণের মধ্যে যাঁহারা প্রাচীন এবং ধর্ম্ম-কর্ম্মপ্রিয়, তাঁহারা তিন দিন গঙ্গাস্নান করিতে পাইয়া বিশেষ তৃপ্তি লাভ করিয়াছিলেন।

মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্রের বাড়ীতে সান্ধ্য-সম্মিলন

বাঙ্গালা সাহিত্যের বিশেষ হিতৈষী কাসিমবাজারের মহারাজ শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর সম্মিলনের তৃতীয় দিন সন্ধ্যার পর সমস্ত বিদেশাগত অভ্যাগতবর্গকে নিজের সার্কুলার রোডের বাগান-বাড়ীতে সান্ধ্য-সম্মিলনে নিমন্ত্রণ করিয়া জলযোগ করাইয়াছিলেন। সেখানে আমোদ-প্রমোদের জন্য গান-বাজনার বিশেষ বন্দোবস্ত ছিল। মহারাজ বাহাদুরের আদর আপ্যায়ন ও অমায়িক ব্যবহারে সকলেই পরিতৃপ্ত হইয়াছিলেন।

সাহিত্য-পরিষদে সান্ধ্য-সম্মিলন

সম্মিলনের প্রথম দিন সন্ধ্যাকালে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দিরে মূল-পরিষৎ কর্ত্তৃক সান্ধ্য-সম্মিলনের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। এই সম্মিলনে প্রতিনিধিবর্গ ও মফস্বল হইতে আগত সদস্যবর্গকে নিমন্ত্রণ করা হয়। গান-বাজনা ও জলযোগের বিপুল আয়োজন ছিল। এই সান্ধ্য-সম্মিলনে মিলিত হইয়া অভ্যাগতবর্গ বিশেষ প্রীতিলাভ করেন।

ইউনিভার্সিটি ইন্‌ষ্টিটিউটে অভ্যর্থনা

কলিকাতা ইউনিভারসিটি ইন্‌ষ্টিটিউটের সদস্যগণও সম্মিলনের দ্বিতীয় দিন রাত্রিতে নিজেদের সভাগৃহে সাহিত্য-সম্মিলনের প্রতিনিধিবর্গকে অভ্যর্থনা করিয়া নিজেরা ৺দ্বিজেন্দ্রলাল রায়-প্রণীত "চন্দ্রগুপ্ত" নাটক অভিনয় করিয়া দেখাইয়াছিলেন। প্রতিনিধিবর্গ এই অভিনয়-দর্শনে অত্যন্ত প্রীত হইয়াছিলেন।

ম্যাজিক লণ্ঠনের সাহায্যে বক্তৃতা

এই সকল আমোদ-প্রমোদ ছাড়া সম্মিলনের বিজ্ঞান-শাখার যত্নে ও উদ্যোগে দ্বিতীয় দিন সন্ধ্যার পর টাউন হলে প্রেসিডেন্সী কলেজের বিজ্ঞানাধ্যাপক ডাক্তার শ্রীযুক্ত সুবোধচন্দ্র মহলানবীশ মহাশয় ম্যাজিকলণ্ঠনের সাহায্যে "আহারে বিজ্ঞান" বিষয়ে এক সুন্দর বক্তৃতা করেন। ইহাতে দর্শক ও শ্রোতৃবর্গ বিশেষ আনন্দ-লাভের সঙ্গে সঙ্গে উপদেশও পাইয়াছিলেন। ডাক্তার মহলানবীশের ব্যাখ্যার কৌশল এবং ভাষা এমন সরল যে, যাঁহারা শুনিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই প্রচুর আমোদ উপভোগ করিয়াছিলেন।

বঙ্গীয়-সাহিত্য সম্মিলনের বিজ্ঞান বিভাগের কর্ত্তৃত্বাধীনে বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষৎ মন্দিরে (২৪৩।১ নং অপার সারকুলার রোডে) একটী বৈজ্ঞানিক প্রদর্শনী খোলা হইয়াছিল। আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় ও তাঁহার ছাত্রগণ প্রেসিডেন্সী কালেজের রসশালায় যে সমস্ত নূতন যৌগিক রাসায়নিক দ্রব্যাদি আবিষ্কার করিয়া বিজ্ঞান জগৎকে স্তম্ভিত করিয়াছেন সেগুলির নমুনা এই প্রদর্শনীতে দেখানো হয়। তদ্ভিন্ন বেঙ্গল কেমিক্যাল এণ্ড ফার্ম্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস ও বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইন্সটিটিউট, সম্প্রদায় ও অন্যান্য বহু ব্যক্তি তাঁহাদের আবিষ্কৃত ও প্রস্তুত নানাবিধ বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদিও প্রদর্শন করেন। বৈজ্ঞানিক প্রদর্শনীর প্রদর্শক ও প্রদর্শিত

দ্রব্য দশটি [illegible]

লর্ড কারমাইকেল ও সম্মিলন

এই সম্মিলনের একটি বিশেষত্ব এই যে, বাঙ্গালা দেশের রাজধানীতে এই সম্মিলন হইতেছে বলিয়া, এ দেশের প্রধান রাজ-পুরুষ বঙ্গমণ্ডলেশ্বর লর্ড কারমাইকেল মহোদয় এই সম্মিলন-সভায় বিশেষ সন্তোষের সহিত অনুগ্রহপূর্ব্বক নিজে উপস্থিত হইয়া ইহার উদ্বোধন করিয়া, ইহার গৌরব বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। ইহা দ্বারা দেশের সাহিত্যিকবর্গের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা ও প্রীতি প্রকাশ পাইয়াছে এবং তাঁহাকে আরও বেশী শ্রদ্ধার পাত্র করিয়া

তুলিয়াছে। বঙ্গদেশের সমস্ত বিদ্বান্ ও গণ্যমান্য ব্যক্তির সম্মিলনস্থলে বঙ্গেশ্বর স্বয়ং উপস্থিত হইয়া যে সহানুভূতি দেখাইয়াছেন, ইহাতে তাঁহার মহানুভবতার পরিচয় আরও ফুটিয়া উঠিয়াছে। সাহিত্যিকবর্গও দেশের প্রধান রাজ-পুরুষের কাছে সমাদর পাইয়া যে আনন্দিত হইয়াছেন, তাহা বলাই বাহুল্য।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন

সপ্তম অধিবেশন

প্রথম দিন

স্থান—কলিকাতা টাউন হল

সময়—২৭শে চৈত্র ১৩২০, ১০ই এপ্রেল ১৯১৪, শুক্র বার,

অপরাহ্ণ ২॥০ টা হইতে ৫॥০টা

কার্য্য-সূচী

১। (ক) নহবত। (খ) একতান-বাদন—ভারতী-সঙ্গীত-সমাজ।

২। উদ্বোধন-সঙ্গীত—"আমার বাণী"—রচয়িতা—শ্রীযুক্ত কালিদাস রায় বি এ,
গায়ক - ইউনিভারসিটি ইন্‌ষ্টিটিউটের সদস্যগণ।

৩। মঙ্গলাচরণ ও বঙ্গ-সাহিত্য-প্রশংসা—(সংস্কৃত শ্লোক) সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ঠাকুরপ্রসাদ উপাধ্যায়।

৪। আশীর্ব্বচন—বাঙ্গালী সাহিত্যসেবীর, সাহিত্য-হিতৈষীর উন্নতি-কামনা—(সংস্কৃত শ্লোক) শ্রীযুক্ত পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ।

৫। মহামান্য বঙ্গমণ্ডলেশ্বর লর্ড কারমাইকেল মহোদয়ের উদ্বোধন-বক্তৃতা।

৬। লর্ড কারমাইকেল মহোদয়কে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন,—
প্রস্তাবক—সার ডাক্তার শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কে টি, এম্ এ, ডি এল্।
সমর্থক—মাননীয় মহারাজাধিরাজ সার শ্রীযুক্ত বিজয়চাঁদ মহতাপ বাহাদুর, কে সি এস আই, কে সি আই ই; আই ও এম।

৭। অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্ এ সি আই ই মহাশয়ের অভিভাষণ।

৮। কবিতা-পাঠ,—
(ক) শিব-মহিম্নস্তোত্র—হুগলীর জজ শ্রীযুক্ত বরদাচরণ মিত্র এম্ এ, সি এস।
(খ) স্বাগত—শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (কলিকাতা)।
(গ) সম্মিলন— ,, জীবেন্দ্রকুমার দত্ত (চট্টগ্রাম)।
(ঘ) উদ্বোধন (১) ,, বঙ্কিমচন্দ্র মিত্র এম্ এ, বি এল্।
(২) হরগোবিন্দ লস্কর চৌধুরী।

৯। গত বর্ষের চট্টগ্রামের ষষ্ঠ সম্মিলনের সভাপতি শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার বি এল্ মহাশয়ের অভিভাষণ।

১০। বর্ত্তমান সম্মিলনের সভাপতি-বরণ,—

প্রস্তাবক—মহারাজ শ্রীযুক্ত কুমুদচন্দ্র সিংহ বি এ, বাহাদুর (ময়মনসিংহ, সুসঙ্গ)।

সমর্থক—মহারাজ ,, গিরিজানাথ রায় বাহাদুর (দিনাজপুর)।

অনুমোদক—মহারাজ ,, মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর (কাসিমবাজার, মুর্শিদাবাদ)।

ও ,, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় বি এল্ (রাজসাহী)।

১১। সভাপতি শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের অভিভাষণ।

১২। গত বর্ষের চট্টগ্রামের সম্মিলনের কার্য্য-বিবরণ,—

পাঠক—শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র দত্ত (চট্টগ্রাম-সম্মিলনের সম্পাদক)।

১৩। উক্ত কার্য্যবিবরণ স্বীকার প্রস্তাব,—

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র দত্ত।

সমর্থক—শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র মজুমদার এম্ এ, বি এল্ (ঢাকা)।

১৪। বিষয়-নির্ব্বাচন-সমিতি গঠন,—

প্রস্তাবক—ডাক্তার শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায়, ডি এস সি, পি এচ্ ডি, সি আই ই (খুলনা)।

সমর্থক—শ্রীযুক্ত পঞ্চানন নিয়োগী এম্ এ (রাজসাহী)।

প্রথম দিনের বিবরণ

বেলা ২॥০টার সময় লর্ড কারমাইকেল বাহাদুরের আসিবার সময় নির্দ্দিষ্ট ছিল। কাজেই তাহার অনেক আগে হইতেই সভা লোকে ভরিয়া গিয়াছিল। অভ্যর্থনা-সমিতির সদস্যবর্গ, নিমন্ত্রিত সাহিত্যসেবী, সাহিত্যের হিতৈষিবর্গ, নানা দেশের প্রতিনিধিবর্গ এবং দর্শকবর্গের সম্মিলনে সভায় তিলমাত্র স্থান ছিল না। এবার বাঙ্গালার ভিন্ন ভিন্ন জেলার প্রতিনিধিবর্গ ব্যতীত ভাগলপুর, পাটনা, ছাপরা, কাশী, দিল্লী হইতে প্রবাসী বাঙ্গালীরা মাতৃভাষার প্রতি অনুরাগবশতঃ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন।

টাউন হলের সদর-দরজার উপর বারান্দায় নহবত বসিয়াছিল। সদর-দরজায় অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়কে মুখপাত্র করিয়া বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ, সুসঙ্গের মহারাজ বাহাদুর, দিনাজপুরের মহারাজ বাহাদুর, নাটোরের মহারাজ বাহাদুর, কাসিমবাজারের মহারাজ বাহাদুর, নসীপুরের মহারাজ বাহাদুর, সন্তোষের রাজা মন্মথনাথ রায় চৌধুরী, শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ রায় চৌধুরী (সন্তোষ), ডাক্তার শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র,

সার শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীযুক্ত রায় যদুনাথ মজুমদার বাহাদুর (যশোহর), শ্রীযুক্ত রায় হরিনাথ ঘোষ বাহাদুর, শ্রীযুক্ত রায় ললিতমোহন সিংহ রায় বাহাদুর (চকদীঘী), কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় (দিঘাপতিয়া) এবং অভ্যর্থনা-সমিতির সদস্যবর্গ, সম্পাদকবর্গ গভর্ণর বাহাদুরকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন।

যথাসময়ে গভর্ণর বাহাদুর উপস্থিত হইলে, নহবত বাজিয়া উঠিল। দরজায় সকলের ফটোগ্রাফ লওয়া হইল। তাহার পর লর্ড কারমাইকেলকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া সকলে সভাস্থলে উপস্থিত হইলে, সভাস্থ সকলে দাঁড়াইয়া উঠিয়া তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিলেন। লর্ড কারমাইকেল আসনে বসিলে ইউনিভারসিটি ইনষ্টিটিউটের সদস্যগণ শ্রীযুক্ত কালিদাস রায়ের রচিত "আমার বাণী" গানটি গাহিলেন ("খ" পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)। তাহার পর সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ঠাকুরপ্রসাদ উপাধ্যায় মহাশয় কতকগুলি শাস্ত্রীয় শ্লোক আবৃত্তি করিয়া সভার মঙ্গলাচরণ করিলেন এবং কয়েকটি স্বরচিত সংস্কৃত শ্লোকে বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রশংসা করিলেন। তাহার পর শ্রীযুক্ত পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় বিএ মহাশয় কয়েকটি স্বরচিত সংস্কৃত শ্লোকে ও বাঙ্গালা কবিতায় বাঙ্গালী সাহিত্যসেবী ও সাহিত্য হিতৈষীর উন্নতি কামনা করিলেন।

তাহার পর লর্ড কারমাইকেল মহোদয় সংক্ষেপে সম্মিলনের উদ্বোধন করিয়া ইংরাজিতে যাহা বলিলেন, তাহার মর্ম্ম এইরূপ,—বঙ্গীয়-সাহিত্য সম্মিলন এ পর্য্যন্ত যে সমস্ত কাজ করিয়াছেন, আমি তাহার বহু প্রশংসা শুনিয়াছি। এ বৎসর কলিকাতায় আপনাদের অধিবেশন। আমি রাজকার্য্যে দার্জ্জিলিং যাওয়া ত্যাগ করিয়া বাঙ্গালার সকল দিকের প্রসিদ্ধ সাহিত্যিকদিগের দর্শন-লাভের জন্য অপেক্ষা করিয়া আছি। আপনাদের কাজ-কর্ম্ম সমস্তই বাঙ্গালা ভাষায় হইবে। সে সকল বুঝিবার জন্য আমার বিশেষ আগ্রহ থাকিলেও, আমি ততটা বাঙ্গালা শিখি নাই; আমি তাহার সমস্ত বুঝিতে পারিব না। কিন্তু তাহা হইলেও এটুকু আমি বুঝিতে পারি, নানা স্থান হইতে বাঙ্গালার সাহিত্যসেবীদিগকে একত্র করিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যের পুষ্টি ও উন্নতির উপায় চিন্তা করাই এই সম্মিলনের প্রধান উদ্দেশ্য। কেবল সাহিত্য নহে, আপনারা বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাসকেও আপনাদের আলোচনার বিষয় করিয়া লইয়াছেন, ইহা তৃপ্তির বিষয়। আপনারা যে সকল মৌলিক গবেষণায় হাত দিয়াছেন, তাহা সকলের পক্ষেই প্রশংসার বিষয়। আপনাদের এই সকল মৌলিক গবেষণার কার্য্য সুসম্পন্ন হইলে আমি অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিব। আপনাদের ভাষা আছে, সাহিত্য আছে আপনারা যে তাহার উন্নতির চেষ্টা করিতেছেন, ইহা ঠিকই হইতেছে। এ কয় বৎসর আপনারা যাহা করিয়াছেন, তজ্জন্য আমি আপনাদের প্রশংসা করিতেছি। আমার ভরসা আছে, আপনারা এ বৎসরে এবং ভবিষ্যতেও আরও অধিক সফল হইবেন। আমার বিশ্বাস হয় যে, আপনাদের কাজে আপনাদের দেশের লোকও সন্তুষ্ট হইয়াছে। আপনাদের মাতৃভাষার সকল প্রকার ভাব প্রকাশ করিবার এবং সকল শাস্ত্রের আলোচনা করিবার শক্তি

আছে। অন্য দেশের লোকেরা—অন্য ভাষায় যাঁহারা কথাবার্ত্তা বলেন, তাঁহাদের মধ্যেও যাঁহারা সাহিত্যে আর ভাবীর চিন্তার বিকাশ দেখিতে চাহেন, তাঁহারাও আপনাদের এই সকল অনুষ্ঠানের প্রশংসা করিবেন, সন্দেহ নাই। আপনারা এক্ষণে স্বচ্ছন্দে আপনাদের কার্য্য আরম্ভ করুন।

অতঃপর সার্ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ইংরাজি ভাষায় এবং বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ বাঙ্গালা ভাষায় লর্ড কারমাইকেল মহোদয়কে সম্মিলনের পক্ষ হইতে কৃতজ্ঞতা জানাইলেন। তৎপরে অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি আপনার অভিভাষণ পাঠ করিলেন (পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)। তাহার পর স্থানীয় জজ সুকবি শ্রীযুক্ত বরদাচরণ মিত্র মহাশয় স্বরচিত শিব-মহিম্নস্তোত্র হইতে কতকটা পড়িয়া শুনাইলেন। এই সময় অনেক সময় উত্তীর্ণ হইয়া যাওয়ায় অন্য কবিতা দুইটির পাঠ বন্ধ রহিল। তাহার পর গত বৎসরের ষষ্ঠ সম্মিলনের সভাপতি শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় নিজ অভিভাষণ পাঠ করেন (পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)। তারপর সুসঙ্গের মহারাজা শ্রীযুক্ত কুমুদচন্দ্র সিংহ বাহাদুরের প্রস্তাবে, দিনাজপুরের মহারাজ শ্রীযুক্ত গিরিজানাথ রায় বাহাদুরের সমর্থনে এবং কাসিমবাজারের মহারাজ শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর এবং শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ের অনুমোদনে শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় সভাপতির পদে বরিত হইলেন। তিনি সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া নিজের অভিভাষণ পাঠ করিলেন (পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)। সভাপতি মহাশয় এই অভিভাষণের কতকটা নিজে পাঠ করিলেন। বেশী বয়স হওয়ায় শেষটা পড়িতে তাঁহার কষ্ট হইতেছে দেখিয়া শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় তাহা পড়িয়া দিলেন। তাহার পর চট্টগ্রাম ষষ্ঠ সম্মিলনের সম্পাদক শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র দত্ত মহাশয় সেখানকার কার্য্যবিবরণ পাঠ করেন। তাঁহারই প্রস্তাবে এবং ঢাকা কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র মজুমদার এম্ এ, বি এল্ মহাশয়ের সমর্থনে এই কার্য্য-বিবরণ স্বীকার করিয়া লওয়া হইল। ইহা স্বতন্ত্র ছাপা হইয়া সভায় সকলকে দেওয়া হইয়াছিল। তারপর ডাক্তার শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় ডি এস্ সি, পি এচ্ ডি, সি আই ই মহাশয়ের প্রস্তাবে, রাজসাহী কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পঞ্চানন নিয়োগী এম্ এ মহাশয়ের সমর্থনে বিষয়-নির্ব্বাচন-সমিতি গড়িয়া লওয়া হইল (গ পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)। অতঃপর প্রথম দিনের সভাভঙ্গ হয়। এক ঘণ্টা বিশ্রামের পর বিষয়-নির্ব্বাচন-সমিতির অধিবেশন হয়। সেখানে স্থির হয় যে, (১) সাহিত্য-শাখা হইতে দর্শনকে স্বতন্ত্র করিয়া অন্য এক শাখা বলিয়া ধরা হইবে আর সেই জন্য দ্বিতীয় দিনে সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন ও বিজ্ঞান, এই চারিটি শাখার অধিবেশন একই সময়ে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে হইবে এবং তাহাদের জন্য অভ্যর্থনা-সমিতি আগে হইতে যে চারি জন সভাপতি ঠিক করিয়া রাখিয়াছেন, তাঁহাদিগকেই ঐ চারি শাখার সভাপতি করা হইবে। (২) এই সম্মিলনে পাঠের জন্য যে প্রবন্ধগুলি পাওয়া গিয়াছে, সেগুলি চারি ভাগে বিভক্ত করিয়া ঐ

চারি শাখার অধিবেশনে পড়া হইবে। (৩) আর পরদিন প্রাতে প্রবন্ধগুলি ঐ চারি ভাগে বাছাই করিবার জন্য চারিটি প্রবন্ধ-নির্ব্বাচন-সমিতি স্থির করিয়া দেওয়া হইল। ইহার পর বিষয়-নির্ব্বাচন-সমিতির সভা ভঙ্গ হয়।

যে সকল ব্যক্তি বিষয়-নির্ব্বাচন সমিতির অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা ব্যতীত বহু অভ্যাগত ব্যক্তি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সান্ধ্য-সম্মিলনে যোগ দিয়াছিলেন। বিষয়-নির্ব্বাচন-সমিতির সদস্যগণের মধ্যেও অনেকে সমিতির অধিবেশনের পর রাত্রি অধিক হইলেও সাহিত্য-পরিষদের সম্মিলনে যোগ দিতে গিয়াছিলেন। সাহিত্য-পরিষদের কর্ম্মচারিবর্গের আদর আপ্যায়নে এবং অভ্যর্থনার আয়োজনে সকলেই সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন

সপ্তম অধিবেশন

দ্বিতীয় দিন

স্থান—কলিকাতা টাউন হল।

সময়—২৮শে চৈত্র, ১১ই এপ্রেল, শনি বার, বেলা ১১টা হইতে ৫টা।

কার্য্য-সূচী

১। বেলা ১১টা হইতে ১২টা পর্য্যন্ত চারিটি প্রবন্ধ-নির্ব্বাচন-সমিতির স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র অধিবেশন।

২। বেলা ১২টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত চারিটি স্বতন্ত্র শাখার স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র অধিবেশন ও শাখাভেদে প্রবন্ধ-পাঠ।

সাহিত্য-শাখা স্থান,—টাউন হলের দক্ষিণদিকের মধ্য-সভাগৃহ।

সভাপতি—মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ কবিসম্রাট্ শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন (রঙ্গপুর)।

সম্পাদক—শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী।

ইতিহাস-শাখা—স্থান,—টাউন হলের প্রধান সভাগৃহের পুর্ব্বাংশ

সভাপতি—শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় বি এল্ (রাজসাহী)।

সম্পাদক— „ চারুচন্দ্র বসু।

দর্শন-শাখা— স্থান,—টাউন হলের দক্ষিণ দিকের পুর্ব্বগৃহ।

সভাপতি—ডাক্তার শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার রায় ডি এস্ সি (ঢাকা)।

সম্পাদক—শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ।

বিজ্ঞান-শাখা—স্থান,—টাউন হলের প্রধান সভাগৃহের পশ্চিমাংশ।

সভাপতি—শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ (মুরশিদাবাদ)।

সম্পাদক—শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্ এ।

দ্বিতীয় দিনের বিবরণ

বেলা ১১টার সময় প্রবন্ধ-নির্ব্বাচনের জন্য চারিটি সমিতির অধিবেশন হয় এবং সাহিত্য-শাখায় ২৬টি প্রবন্ধ. ইতিহাস-শাখায় ১২টি প্রবন্ধ, বিজ্ঞান-শাখায় ২০টি প্রবন্ধ এবং দর্শন-শাখায় ২১টি প্রবন্ধ পঠিত হইবে বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। তার পর বেলা ১২টার সময় টাউন হলের ভিন্ন ভিন্ন নির্দ্দিষ্ট অংশে চারিটি শাখার অধিবেশন আরম্ভ হয়। একে একে সেগুলির বিবরণ দেওয়া যাইতেছে।

সাহিত্য-শাখা

যথাসময়ে সাহিত্য-শাখার নির্দ্দিষ্ট সভাপতি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ কবিসম্রাট্ শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয় আসন গ্রহণ করিয়া নিজের অভিভাষণ পড়িলেন। এই অভিভাষণ ছাপাইয়া সভার সকলকে দেওয়া হয়। তাহার পর যথাক্রমে নিম্নের প্রবন্ধগুলি পড়া হইতে থাকে ;—

১। ব্যক্তি ও জাতি—লেখিকা শ্রীমতী সরলাবালা দাসী (কলিকাতা)।
এই প্রবন্ধ শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় পাঠ করেন।

২। নারী-জীবনের উদ্দেশ্য—ডাঃ শ্রীযুক্ত কামাখ্যাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (ঢাকা)।

৩। বাঙ্গালা ছন্দ—শ্রীযুক্ত শশাঙ্কমোহন সেন বি এল্ (চট্টগ্রাম)।

৪। ললিত-কলাভাবে হিন্দু-সঙ্গীতের বিশেষত্ব—শ্রীযুক্ত জানকীনাথ গুপ্ত এম্ এ, বি এল্ (হুগলী)।

৫। প্রেম-বৈচিত্ত্য— শ্রীযুক্ত ভুজঙ্গধর রায় চৌধুরী (২৪ পরগণা)।

৬। ভারত-শিল্পের অন্তঃপ্রকৃতি—শ্রীযুক্ত অসিতকুমার হালদার (বীরভূম)।

৭। প্রাচীন সংস্কৃত-সাহিত্যে বর্ণিত পুষ্পক-রথ
কি বাস্তব পদার্থ, অথবা কবি-কল্পনা মাত্র মহারাজ শ্রীযুক্ত কুমুদচন্দ্র সিংহ।

৮। বাঙ্গালা ভাষায় আধুনিক ক্রিয়াপদ রচনা—শ্রীযুক্ত ডাঃ উপেন্দ্রনাথ নাগ এল এম এস (বর্দ্ধমান)।

৯। সাহিত্যে সঙ্গীত—শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র সিংহ (কলিকাতা)।

১০। বাঙ্গালা মুসলমানগণের মাতৃভাষা—মুনসী আবদুল করিম (চট্টগ্রাম)।

অতঃপর সময় উত্তীর্ণ হওয়াতে অদ্যকার সভাভঙ্গ হয় এবং অবশিষ্ট প্রবন্ধ পরদিন পঠিত হইবে বলিয়া স্থির হয়।

দর্শন-শাখা

সভাপতি-নির্ব্বাচন।—শ্রীযুক্ত রায় বাহাদুর যদুনাথ মজুমদার মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং শ্রীযুক্ত গুণালঙ্কার মহাস্থবির মহাশয়ের সমর্থনে ডাক্তার শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার রায় ডি এস্ সি মহাশয় সভাপতি হন। তিনি নিজ অভিভাষণ পাঠ করিলে পর যথাক্রমে নিম্নের লিখিত প্রবন্ধগুলি পড়া হইতে থাকে। অভিভাষণ ছাপাইয়া সভাস্থ সকলকে দেওয়া হয়।

প্রবন্ধ-পাঠ ;—১। দর্শন ও আগম—শ্রীযুক্ত রায় বাহাদুর পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ, পাঠক,—শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত।

২। শব্দব্রহ্ম ও স্ফোটবাদ—শ্রীযুক্ত রায় বাহাদুর যদুনাথ মজুমদার।

৩। অদ্বৈতবাদ—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ।

৪। সৃষ্টিতত্ত্ব—শ্রীযুক্ত রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ।

৫। হিন্দু দর্শনের সংক্ষিপ্ত পরিচয়—শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ।

৬। বিরোধ ও সামঞ্জস্য—শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র।

৭। ন্যায়-দর্শন—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ।

৮। জীব ও জন্মান্তর—শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ দাস গুপ্ত।

৯। বৌদ্ধধর্ম্মের দার্শনিক ক্রমবিকাশ—শ্রীযুক্ত কিমুরা।

এই পর্য্যন্ত পড়া হইলে সময় উত্তীর্ণ হয়। অবশিষ্ট প্রবন্ধ পরদিন পড়া হইবে বলিয়া স্থগিত থাকে।

ইতিহাস-শাখা

যথাসময়ে ইতিহাস-শাখার অধিবেশন হয়। রাজসাহীর সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ও বক্তা শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় এই সভার সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া স্বীয় অভিভাষণ পাঠ করেন। এই অভিভাষণ ছাপা হইয়া উঠে নাই বলিয়া সভাস্থ সকলকে দেওয়া যাইতে পারে নাই। যথাক্রমে নিম্নলিখিত প্রবন্ধগুলি পড়া হইতে লাগিল ;—

১। বৌদ্ধ জাতকের উপযোগিতা— শ্রীযুক্ত রায়সাহেব ঈশানচন্দ্র ঘোষ এম্ এ।

২। বক্ত্রিয়ার গ্রীকরাজা— „ সুরেন্দ্রনাথ কুমার।

৩। বৌদ্ধযুগে জ্ঞানচর্চ্চা— „ গুণালঙ্কার মহাস্থবির।

৪। বৌদ্ধধর্ম্ম মৌর্য্যশিল্পে— „ রমাপ্রসাদ চন্দ।

৫। মহাকবি ভাসের আবির্ভাবকাল— „ প্রমথনাথ চৌধুরী এম্ এ।

৬। যবদ্বীপে হিন্দু-সাহিত্য— „ গণপতি রায় বিদ্যাবিনোদ।

৭। উত্তর-বঙ্গের প্রত্ন-সম্পৎ— শ্রীযুক্ত কুমার শরৎকুমার রায় এম্ এ।
৮। একতালার দুর্গ— „ বীরেন্দ্রনাথ বসু ঠাকুর বি এ।
৯। সারদাতিলকের রচনাকাল— „ গিরিশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ।
১০। দ্রাবিড় জাতির দ্রাবিড়ী সাহিত্য— „ রাজেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়।

বিজ্ঞান-শাখা

বিজ্ঞান-শাখার নির্দ্দিষ্ট সভাপতি শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলে পর উক্ত সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। সভাপতি মহাশয় তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করিতে আরম্ভ করেন। কতকটা পড়া হইলে তাঁহার অসুখ বোধ করিতে থাকে; তিনি বাধ্য হইয়া অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পঞ্চানন নিয়োগী মহাশয়কে বাকী অংশটুকু পাঠ করিতে দেন। অভিভাষণ পড়া হইয়া গেলে তিনি সভা হইতে বিদায় লয়েন এবং ডাক্তার শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয়কে সভাপতির আসন পরিগ্রহণ করিতে অনুরোধ করিয়া সভা পরিত্যাগ করেন। ডাক্তার রায় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলে ডাঃ শ্রীযুক্ত ডি, এন মল্লিক মহাশয় "আলোক-বিজ্ঞানের ইতিহাস" নামক প্রবন্ধ পাঠ করেন। এই প্রবন্ধ পড়া হইয়া গেলে, বিজ্ঞান-শাখার সভ্যগণের ফটোগ্রাফ লওয়া হয়। তাহার পর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত জগদিন্দু রায় মহাশয় আলোকবিজ্ঞান সম্বন্ধে কতকগুলি প্রক্রিয়া প্রদর্শন করেন। অতঃপর যথাক্রমে নিম্নের প্রবন্ধগুলি পড়া হইতে থাকে :—

১। ব্যাবর্ত্তন-তত্ত্বের সাহায্যে প্রতিফলন ও
বর্ত্তন সম্বন্ধে অনুসন্ধান— শ্রীযুক্ত জগদিন্দু রায়।
২। অদৃশ্য রাসায়নিক জগৎ— অধ্যাপক „ মণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।
৩। কাঁচা খাদ্যের সহিত পুষ্টি-সম্বন্ধ— „ নিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।
৪। আয়ুর্ব্বেদে শরীর-তত্ত্ব— কবিরাজ „ অমূল্যচন্দ্র বৈদ্যরত্ন।
৫। প্রাচীন ভারতে প্রাপ্ত ধাতুর নমুনা—অধ্যাপক „ পঞ্চানন নিয়োগী।
৬। পবন-চক্র— রায় সাহেব „ যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি।
পাঠক —„ রাজশেখর বসু।
৭। পিণ্ডারীর পথে তাম্রমল— „ সুরেশচন্দ্র দত্ত।
৮। ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড উপস্থিতিতে
এসিটোনের উপর নাইট্রিক অম্লের ক্রিয়া—শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ রক্ষিত।
৯। চরকের ভেষজ-কল্পনা— কবিরাজ শ্রীযুক্ত দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী।
১০। চিকিৎসা-শাস্ত্রোপযোগী অম্লজন প্রস্তুত করিবার
একটি সহজ ও সরল উপায়— শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম এ।

১১। আধুনিক কারখানাপ্রধান স্থানসমূহ
ও তাহাদের ভৌগোলিক বিবরণ—শ্রীযুক্ত শরৎলাল বিশ্বাস।

১২। অঙ্গারবাহী স্তরমধ্যস্থ চূর্ণগোলক—,, হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত।

১৩। লাভোয়াসিয়ের রাসায়নিক ন্যায়—,, নলিনীকান্ত বসু।

১৪। জ্যোতিষিক মানযন্ত্র— শ্রীযুক্ত তারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য।
পাঠক—শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সেনগুপ্ত।

১৫। ক্রমাঙ্কণ সম্বন্ধে কয়েকটি কথা—শ্রীযুক্ত দুর্গাশঙ্কর ভট্টাচার্য্য।
পাঠক—শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত।

১৬। মশক-প্রভাব জন্য ম্যালেরিয়া কি না—শ্রীযুক্ত প্যারীশঙ্কর দাসগুপ্ত।

নিম্নলিখিত প্রবন্ধগুলি পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল ;—

১৭। খনিজ টাইটেনিয়াম, তাহার
পরিমাণ নিরূপণ ও ব্যবহার অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রচন্দ্র নাগ।

১৮। নূতন উপায়ে যুক্ত-লবণ গঠন— ,, রসিকলাল দত্ত।

১৯। রাম-তুলসীর তৈল— ,, ক্ষিতিভূষণ ভাদুড়ী।

২০। মনুষ্য জাতির অভিব্যক্তির সহিত বাহ্য
জগতের কি সম্বন্ধ— ডাঃ শ্রীযুক্ত ইন্দুমাধব মল্লিক।

সভাধিবেশনের সময়ে ডাক্তার রায় মহোদয় কিয়ৎকালের জন্য সভাস্থল পরিত্যাগ করিয়াছিলেন ও ডাক্তার ডি, এন মল্লিক মহোদয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। অতঃপর সর্ব্বসম্মতিক্রমে রায় সাহেব শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় আগামী বর্ষের জন্য বিজ্ঞান-শাখার সভাপতি, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত সম্পাদক, শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সহকারী সম্পাদক নির্ব্বাচিত হইলেন। তৎপরে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ সেন মহাশয়ের প্রস্তাবে ও অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পঞ্চানন নিয়োগী মহাশয়ের সমর্থনে শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় ও ডাক্তার শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মল্লিক সভাপতিগণকে কৃতজ্ঞতা জানান হয়। তাহার পর সভাভঙ্গ হয়।

এই দিন সন্ধ্যার সময় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুবোধচন্দ্র মহলানবীশ মহাশয় আলোক-চিত্রাদির সাহায্যে "আহারে বিজ্ঞানের ব্যবস্থা" সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা করেন। এই বক্তৃতায় ডাঃ মহলানবীশ ম্যাজিক ল্যাণ্ঠেনের ছবির সাহায্যে স্বাস্থ্য-রক্ষার জন্য আহার-তত্ত্বের সর্ব্ববিধ ব্যাপার ব্যাখ্যা করিয়া সাধারণকে বুঝাইয়া দেন। অভ্যাগত ব্যক্তিবর্গ অনেকে এই বক্তৃতাস্থলে উপস্থিত ছিলেন এবং অনেকে ইউনিভার্সিটি ইন্‌ষ্টিটিউটের অনুষ্ঠিত "চন্দ্রগুপ্ত" নাটকাভিনয় দেখিতে গিয়াছিলেন।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন

সপ্তম অধিবেশন

তৃতীয় দিন

স্থান—কলিকাতা টাউন হল

সময়—২৯শে চৈত্র ১৩২০, ১২ই এপ্রেল ১৯১৪, রবিবার,

বেলা ১১টা হইতে ৫টা

কার্য্য-সূচী

১। বেলা ১১টা হইতে ১২টা পর্য্যন্ত সাহিত্য, ইতিহাস ও দর্শন-শাখার অবশিষ্ট প্রবন্ধ-পাঠের জন্য স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র অধিবেশন।—ব্যবস্থা পূর্ব্ববৎ।

২। বেলা ১টা হইতে চারি শাখা একত্র করিয়া সম্মিলনের সাধারণ অধিবেশন।

৩। সম্মিলনে পাঠার্থ উদ্বোধন ও আবাহনসূচক কবিতাগুলির পাঠ।

৪। অনুপস্থিত ব্যক্তিগণের পত্রাদির উল্লেখ।

৫। গত বর্ষে মৃত সাহিত্যিক ও সাহিত্যানুরাগিগণের জন্য শোকপ্রকাশ।

৬। আলোচ্য প্রস্তাবাদি। (প্রস্তাবগুলি বিবরণের যথাস্থানে মুদ্রিত হইল।)

তৃতীয় দিনের বিবরণ

সাহিত্য-শাখা

বেলা ১১টার সময় সাহিত্য-শাখার পুনরায় অধিবেশন হয়। সর্ব্বসম্মতিক্রমে প্রথমে কাসিমবাজারের মহারাজ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং নিম্নলিখিত প্রবন্ধ-সকল পড়া হইতে থাকে। দ্বিতীয় প্রবন্ধ-পাঠের পর মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয় আসিয়া সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

১১। রেনিটির পদকর্ত্তা—শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যকণ্ঠ।

১২। বঙ্গ-সাহিত্যে ইউরোপীয় প্রভাব—শ্রীযুক্ত হেমদাকান্ত চৌধুরী এম্ এ।

১৩। কান্ত কবির রস-ভাষ—শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত।

১৪। বংশোৎকর্ষ-বিধান ও বর্ত্তমান হিন্দু-সমাজ—শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম্ এ।

১৫। সাহিত্যের আভিজাত্য—শ্রীযুক্ত রাধাকমল মুখোপাধ্যায় এম্ এ।

১৬। বঙ্গ-সাহিত্যের অভাব ও অভিযোগ—শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ।

১৭। ধর্ম্ম ও ভাষা—ডাঃ শ্রীযুক্ত প্যারীশঙ্কর দাস গুপ্ত।

১৮। বঙ্গভাষায় আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থ প্রণয়ন - শ্রীযুক্ত কবিরাজ সুধাংশুভূষণ সেনগুপ্ত।

১৯। চণ্ডীদাস—শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ এ।

২০। কালিদাসের ধর্ম্ম—শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

অতঃপর নিম্নলিখিত প্রবন্ধগুলির লেখক উপস্থিত না থাকায় সেগুলি পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল।

২১। কালিদাস ও অশ্বঘোষ—শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সেন এম্ এ।

২২। বঙ্গীয় মুসলমান ও সাহিত্য—কুমার শ্রীযুক্ত অনাথকৃষ্ণ দেব।

২৩। রাষ্ট্রীয় সমাজ-নেতৃত্ব—শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার সরকার এম্ এ।

২৪। বঙ্গ-সাহিত্যের বৃহত্তম গ্রন্থ—শ্রীযুক্ত শিবরতন মিত্র।

২৫। মালীর যোগান—শ্রীযুক্ত চন্দ্রকুমার দে।

২৬। বিশ্বের অসীমত্ব বা অনন্তের অন্বেষণ—শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ সরকার এম্ এ।

অতঃপর বরিশাল "কাশীপুরনিবাসি" সম্পাদক শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং "আর্য্যাবর্ত্ত"-সম্পাদক শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মহাশয়ের সমর্থনে সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া সভাভঙ্গ করা হয়।

ইতিহাস-শাখা

বেলা ১১ টার সময় ইতিহাস-শাখার পুনরায় অধিবেশন হয়। এই শাখার সভাপতি শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ই সভাপতি ছিলেন। পূর্ব্বদিনের নিম্নলিখিত প্রবন্ধগুলি পড়া হয়;—

১১। বিক্রমপুর ও তদুপকণ্ঠ— শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী এম্ এ।

১২। কালিদাসের জন্মস্থান— ,, মহামহোপাধ্যায় ডাঃ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ।

১৩। প্রাচীন ভারতের অর্থনীতি— ,, যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার।

১৪। আর্য্যাবর্ত্তে কান্যকুব্জের প্রভাব— ,, পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়।

১৫। সামন্তরাজ লোকনাথ— ,, রাধাগোবিন্দ বসাক এম্ এ।

ইহার পর সময় না থাকায় নিম্নের লিখিত প্রবন্ধগুলি পঠিত বলিয়া গৃহীত হয় ;—

১। নরবলি— কুমার শ্রীযুক্ত অনাথকৃষ্ণ দেব।
২। ঈশা খাঁ— ,, কেদারনাথ মজুমদার।
৩। গড়বেতার প্রাচীন ইতিবৃত্ত ও ভগ্নাবশেষ—, মহেন্দ্রনাথ দাস।
৪। পরাসার প্রসঙ্গ— ,, প্রিয়কুমার চট্টোপাধ্যায়।
৫। উত্তরবঙ্গের পীরকাহিনী— ,, মাননীয় মুন্সী আমানতুল্লা।

দুই দিন ব্যাপিয়া এই ইতিহাস-বিভাগের অধিবেশন চলিয়াছিল। দ্বিতীয় দিনের শেষ-ভাগে প্রাচীন ভারতের "সার্ব্বভৌম নরপতি" নামক বিষয় সম্বন্ধে একটি ঐতিহাসিক আলোচনা প্রবর্ত্তিত হয়। তাহাতে এক পক্ষে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার, রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত যদুনাথ মজুমদার ও শ্রীযুক্ত ডাঃ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ যোগদান করেন। অপর পক্ষে শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ, পি, চৌধুরী, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কুমার ও নাটোরের মাননীয় মহারাজ বাহাদুর যোগদান করিয়াছিলেন। অতি শৃঙ্খলার সহিত এই বিভাগের কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছিল। বহু শ্রোতৃবর্গ সভায় উপস্থিত ছিলেন। শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বসু মহাশয় সম্পাদকরূপে সভার সকল কার্য্য সুশৃঙ্খলে দক্ষতার সহিত সম্পন্ন করিয়াছিলেন। অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া সভার কার্য্য শেষ হয়।

দর্শন শাখা

বেলা ১১টার সময় দর্শন-শাখার পুনরায় অধিবেশন হয়। এই শাখার নির্দ্দিষ্ট সভাপতি ডাক্তার শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার রায় মহাশয় আসিয়া পৌঁছিতে না পারায় মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্ এ, পি এচ্ ডি মহাশয় সভাপতি হইয়াছিলেন। যথাক্রমে নিম্নলিখিত প্রবন্ধ কয়টি পড়া হয় ;—

১০। বৌদ্ধ-দর্শনের ঐতিহাসিক তত্ত্ব - শ্রীযুক্ত বেণীমাধব বড়ুয়া।
১১। রামানুজ কর্ত্তৃক বৌদ্ধমত খণ্ডন— ,, ধীরেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন।
১২। অনুকূল ও প্রতিকূল শক্তির সংঘর্ষ— ,, রামসহায় কাব্যতীর্থ।

তাহার পর মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয় সভাপতি ডাঃ রায় ও ডাঃ বিদ্যাভূষণ উভয়কেই কৃতজ্ঞতা জানাইলেন। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম্ এ, বি এল্ ও মহাস্থবির শ্রীযুক্ত গুণালঙ্কার মহাশয় তাহা সমর্থন করিলে সভাভঙ্গ হয়।

বেলা ১টার সময় পূর্ব্বদিনে বিভক্ত চারিটি শাখা আবার একত্র হইয়া সম্মিলনের অধিবেশন আরম্ভ হয়। সভাপতি শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় শারীরিক অসুস্থতা-

বশতঃ উপস্থিত হইতে না পারায় মহারাজ শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুরের প্রস্তাবে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ কবিসম্রাট্ শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। অতঃপর পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের "উদ্বোধন" নামক কবিতা, শ্রীযুক্ত হরগোবিন্দ লস্কর চৌধুরী মহাশয়ের "উদ্বোধন" নামক কবিতা, শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের "স্বাগত" নামক কবিতা এবং শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্রকুমার দত্তের লিখিত "সম্মিলন" নামক কবিতা পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল।

তৎপরে নিম্নলিখিত পরলোকগত সাহিত্য-সেবিগণের জন্য সভাপতি মহাশয় সম্মিলনের পক্ষ হইতে শোক প্রকাশ করেন ;

১। গৌরীশঙ্কর দে
২। বিনয়েন্দ্রনাথ সেন
৩। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়
৪। সুবলচন্দ্র মিত্র
৫। চন্দ্রশেখর বসু
৬। হরিশ্চন্দ্র কবিরত্ন
৭। শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব
৮। শরৎকুমার লাহিড়ী
৯। হৃষীকেশ শাস্ত্রী
১০। হামিদ আলী
১১। নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
১২। শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়

অতঃপর নিম্নলিখিত অনুপস্থিত ব্যক্তিবর্গের পত্র ও টেলিগ্রাম পঠিত হইল ;-মহারাজ শ্রীযুক্ত ক্ষৌণীশচন্দ্র রায় বাহাদুর, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত প্রসন্নচন্দ্র বিদ্যারত্ন, রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত মৃত্যুঞ্জয় রায় চৌধুরী, মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী, রঙ্গপুরের শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী, শ্রীযুক্ত দেবকুমার রায় চৌধুরী (বরিশাল), নড়াইলের রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র রায়, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য, মাননীয় লেফ্টেনেণ্ট কর্ণেল এচ্ এচ্ গ্রীন, শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার প্রভৃতি।

অতঃপর নিম্নলিখিত সঙ্কল্পগুলি যথাক্রমে প্রস্তাবিত, সমর্থিত, অনুমোদিত ও স্বীকৃত হইতে লাগিল ;—

১। (ক) ডাঃ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বর্ত্তমান বৎসরে সুইডিশ একাডেমী হইতে নোবেল পুরস্কার পাইয়াছেন। এই জন্য বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন বিপুল আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন।

(খ) ডাঃ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়কে নোবেল পুরস্কার দেওয়াতে এই সম্মিলন উক্ত একাডেমিকে অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন।

(গ) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়কে "ডাক্তার অব লিটারেচার" উপাধি প্রদান করিয়া বঙ্গ-সাহিত্যের প্রতি যে শ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়াছেন, তজ্জন্য এই সম্মিলন উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত শশাঙ্কমোহন সেন বি এল্ (চট্টগ্রাম)।
সমর্থক— ,, যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় (মুরশিদাবাদ)।
অনুমোদক ,, প্রসন্নকুমার রায় (মালদহ)।

২। বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন ও বঙ্গীয় প্রাদেশিক সমিতি, মহম্মদীয় শিক্ষা-সমিতি ও মহম্মদান লীগ যাহাতে পরস্পরের অন্তরায় না হইয়া আপন আপন অধিবেশন করিতে পারেন, তাহা বাঞ্ছনীয়।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মজুমদার (ময়মনসিংহ)।
সমর্থক— ,, গোপেন্দ্রভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (বর্দ্ধমান)।

৩। পূর্ব্বোক্ত প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য উভয় পক্ষই এই বিষয়ে পরামর্শ করিয়া ইতিকর্ত্তব্য স্থির করিবেন। কিন্তু একই স্থানে একই সময়ে যাহাতে উক্ত সম্মিলন-সকলের অধিবেশন না হয়, এইরূপ ব্যবস্থা করিতে হইবে।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার এম্ এ (ঢাকা)।
সমর্থক— ,, ত্রিপুরাচরণ চৌধুরী (চট্টগ্রাম)।
অনুমোদক—,, দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী (কলিকাতা)।

৪। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যকে যেমন পাঠ্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন, সেইরূপ যুক্তপ্রদেশের ও পঞ্চনদ প্রদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণকে বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য স্ব স্ব বিদ্যালয়ের পাঠ্যরূপে নির্দ্দেশ করিবার জন্য অনুরোধ করা হউক।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার ভট্টাচার্য্য (দিল্লী)।
সমর্থক— ,, পণ্ডিত বাসুদেব মিশ্র (কাশী)।
অনুমোদক—,, রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী (মালদহ)।

৫। ভারতবর্ষের বিভিন্ন ভাষার সাহিত্য-সম্মিলন ও বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনকে পরস্পরের সহানুভূতির ব্যবস্থা করিবার ভার সম্মিলন-পরিচালন-সমিতির প্রতি অর্পিত করা হউক।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সরকার (কলিকাতা)।
সমর্থক— ,, ভবানীপ্রসন্ন লাহিড়ী (রঙ্গপুর)।
অনুমোদক—,, সতীশচন্দ্র রায় (পাবনা)।

৬। (ক) বাঙ্গালা ভাষাতে উচ্চশিক্ষা (Collegiate Education) বিস্তারের ব্যবস্থার জন্য আপাততঃ জাতীয়-শিক্ষা-পরিষৎকে অনুরোধ করা হউক।

(খ) পাশ্চাত্য চিকিৎসা-বিদ্যা বঙ্গভাষায় অধ্যাপনার জন্য গবর্মেণ্টের নিকট আবেদন করা হউক।

(গ) আয়ুর্ব্বেদে পারদর্শী মহোদয়গণকে বঙ্গভাষায় আয়ুর্ব্বেদ অধ্যাপনার জন্য অনুরোধ করা হউক।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (কলিকাতা)।
সমর্থক— ,, পঞ্চানন নিয়োগী (রাজসাহী)।
অনুমোদক—,, সুধাংশুভূষণ সেন গুপ্ত (ঢাকা)।

৭। বাঙ্গালা ও আসাম প্রদেশ হইতে প্রকাশিত সমস্ত বাঙ্গালা পুস্তক যাহাতে এক এক খণ্ড পরিষৎ-পুস্তকালয়ে উপহার পাওয়া যায়, তজ্জন্য সেখানকার গ্রন্থকার, মুদ্রাযন্ত্রের অধিকারী ও পুস্তক-প্রকাশকদিগকে এই সম্মিলন অনুরোধ করিতেছেন।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ (যশোহর)।
সমর্থক— ,, মুন্সী আবদুল করিম (চট্টগ্রাম)।

৮। আগামী বর্ষের জন্য সম্মিলন-সাধারণ-সমিতি গঠিত হইল (ঘ পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত রায় যদুনাথ মজুমদার বাহাদুর (যশোহর)।
সমর্থক— ,, দুর্গাদাস লাহিড়ী (হাওড়া)।
অনুমোদক—,, বীরেশ্বর সেন (নদীয়া)।

৯। তৎপরে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ সম্মিলনের উপকারিতা ও প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন ;—

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী।
,, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম্‌ এ, বি এল্‌।
,, বৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।
,, বিপিনচন্দ্র পাল।

১০। অতঃপর প্রতিনিধিগণকে ও স্বেচ্ছাসেবকগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়।
সমর্থক— ,, শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়।
অনুমোদক—,, মৌলবী আবদুল গফুর।

১১। সম্মিলনের নিম্নলিখিত হিতৈষী ও উপকারকগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়।

(ক) কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটি –টাউনহল ব্যবহার করিতে দেওয়ার জন্য।

(খ) শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রকৃষ্ণ শীল ১০ নং হেষ্টিংস ষ্ট্রীটস্থ তাঁহার বাড়ীর দ্বিতল ব্যবহার করিতে দেওয়ার জন্য।

(গ) শ্রীযুক্ত দেবপ্রসন্ন ঘোষ—১২নং হেষ্টিংস ষ্ট্রীটস্থ বাড়ী ব্যবহার করিতে দেওয়ার জন্য।

(ঘ) ইণ্ডিয়া ক্লাবের কর্ত্তৃপক্ষগণ—মুসলমান-প্রতিনিধিগণকে স্থান-দান জন্য।

(ঙ) কলিকাতা ইউনিভার্সিটির জুনিয়ার মেম্বরগণ—প্রতিনিধিগণকে "চন্দ্রগুপ্ত" অভিনয় দেখাইয়া সম্বর্দ্ধনার জন্য এবং "আমার বাণী" সঙ্গীতের জন্য।

(চ) শ্রীযুক্ত চন্দ্রকুমার সরকার—তাঁহার অফিসে সম্মিলনের অনুসন্ধান-কার্য্যালয় স্থাপন করিতে দেওয়ার জন্য।

(ছ) ভারতী-সঙ্গীত-সমাজের কর্ত্তৃপক্ষগণ—একতান-বাদন জন্য।

(জ) বেঙ্গল কেমিক্যাল এণ্ড ফার্ম্মাসিউটিকাল ওয়ার্কস্ লিমিটেড কোং কর্ত্তৃপক্ষগণ, প্রতিনিধিগণের জন্য সিরাপ ও দন্তমঞ্জন বিনামূল্যে দেওয়ার জন্য।

প্রস্তাবক—মাননীয় শ্রীযুক্ত মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর।

সমর্থক— ,, জলধর সেন।

১২। অতঃপর মাননীয় কাসিমবাজারের মহারাজ বাহাদুর জানাইলেন যে, আগামী বর্ষে বর্দ্ধমানে সম্মিলনের অধিবেশন করিবার জন্য সম্মিলনকে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। যশোহরের রায় শ্রীযুক্ত যদুনাথ মজুমদার এম্ এ, বি এল্ বাহাদুরও যশোহরে সম্মিলনকে আগামী বর্ষে আহ্বান করিলেন এবং শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মহাশয়ও এই নিমন্ত্রণ সমর্থন করিলেন। সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হয় যে, আগামী বর্ষে বর্দ্ধমানেই অধিবেশন হইবে এবং তৎপরবৎসর যশোহরে অধিবেশন হইবে।

১৩। তৎপরে শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় প্রতিনিধিগণের পক্ষ হইতে সম্মিলনের কর্ত্তৃপক্ষগণকে, অভ্যর্থনা-সমিতিকে এবং স্বেচ্ছাসেবকগণকে ধন্যবাদ প্রদান করেন এবং মেদিনীপুরের শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করেন।

১৪। এই সময়ে শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় জানাইলেন যে, ময়মনসিংহের অধিবেশনের গৃহীত প্রস্তাবানুসারে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের হস্তে সদ্‌গ্রন্থ প্রণয়ন জন্য শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার মহাশয় ৫০০০৲ পাঁচ হাজার টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হইয়া ২০০০৲ দুই সহস্র টাকা দিয়াছেন এবং গত বর্ষে চট্টগ্রামে প্রতিশ্রুত রাজসাহীর রাণী কুসুমকুমারীর ১০০৲ এবং ত্রিপুরার মৌলবি দৌলত আহাম্মদ মহাশয়ের প্রতিশ্রুত ৩০৲ টাকা পাওয়া গিয়াছে। এই জন্য তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দেওয়া হইল।

তৎপরে শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলে পর এই বৎসরের সম্মিলনের কার্য্য আনন্দ-কোলাহলের সঙ্গে শেষ হয়।

অষ্টম বার্ষিক সাধারণ-সম্মিলন-সমিতি

কলিকাতা

শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর (সভাপতি)
,, ডাঃ জগদীশচন্দ্র বসু এমএ, ডি এসসি, সি আই ই, সি এস আই
,, ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র রায় পি এচ ডি, ডি এস্‌সি, সি আই ই
,, সারদাচরণ মিত্র এমএ, বিএল্
,, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি
মাননীয় ডাঃ শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী এম এ, বি এল্
শ্রীযুক্ত রায় রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী বাহাদুর এমএ
,, প্রফুল্লনাথ ঠাকুর
,, কুমার অরুণচন্দ্র সিংহ
,, রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় এমএ
,, বিনয়কুমার সরকার
,, সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
,, নিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এমএ
,, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়
,, যতীন্দ্রমোহন রায়
,, রমেশচন্দ্র মজুমদার এমএ
,, মৌলবি ওয়াহেদ হোসেন
,, মোহম্মদ মোজাম্মেল হক্

হাওড়া

শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস লাহিড়ী
,, রাসবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়

২৪ পরগণা

শ্রীযুক্ত ডাঃ আবদুল গফুর

হুগলী

শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার
,, অম্বিকাচরণ গুপ্ত

বর্দ্ধমান

মাননীয় মহারাজাধিরাজ সার বিজয়চাঁদ মহাতাব বাহাদুর কে সি এস আই, কে সি আই ই, আই ও এম্
শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রবিজয় বসু এমএ বি এল্
,, কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় বিএ
,, জ্যোতিঃপ্রসাদ সিংহ
,, শশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
,, রাখালরাজ রায় বিএ

বীরভূম

শ্রীযুক্ত শিবরতন মিত্র

মেদিনীপুর

শ্রীযুক্ত মনীষিনাথ বসু এম এ, বি এল্
,, সত্যেন্দ্রনাথ বসু
,, ক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

বাঁকুড়া

শ্রীযুক্ত রামনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

মুরশিদাবাদ

মাননীয় মহারাজ শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী
শ্রীযুক্ত রাধাকমল মুখোপাধ্যায়
,, যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়
,, যোগীন্দ্রপ্রসাদ মৈত্র

যশোহর

শ্রীযুক্ত রায় বাহাদুর যদুনাথ মজুমদার এম এ, বিএল
,, পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়

নদীয়া

মহারাজ শ্রীযুক্ত ক্ষৌণীশচন্দ্র রায় বাহাদুর
শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র সেন

যুক্ত আশুতোষ রায়

,, গণপতি রায়

,, ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এমএ

বাঁকীপুর

শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার এমএ

,, যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার বিএ

,, মথুরানাথ সিংহ বিএল্

কুচবিহার

শ্রীযুক্ত কোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য্য এমএ

,, মৌলবী আবদুল হালিম

মালদহ

শ্রীযুক্ত হরিদাস পালিত

,, প্রমথনাথ মিত্র

,, কৃষ্ণচরণ সরকার

,, রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী

বগুড়া

শ্রীযুক্ত মৌলবী আবদুল হামিদ আলি

,, প্রভাসচন্দ্র সেন বিএল্

পাবনা

শ্রীযুক্ত রণজিৎচন্দ্র লাহিড়ী এম এ, বি এল্

,, সতীশচন্দ্র রায় এম এ

,, মন্মথনাথ মজুমদার

,, সীতানাথ অধিকারী এমএ, বি এল

দিনাজপুর

মহারাজ শ্রীযুক্ত সার গিরিজানাথ রায় বাহাদুর কে সি আই ই

শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সরকার এমএ

,, নলিনীকান্ত ভট্টশালী

,, যোগীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এমএ, বিএল্

রঙ্গপুর

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী

,, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ যাদবেশ্বর তর্করত্ন

,, অন্নদাচরণ বিদ্যালঙ্কার

,, সেখ রেয়াজুদ্দিন আহম্মদ

,, মৌলবী তস্‌লিমুদ্দিন আহম্মদ

,, ভবানীপ্রসন্ন লাহিড়ী কাব্যব্যাকরণতীর্থ

রাজশাহী

শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় বিএল্

,, কুমার শরৎকুমার রায় এমএ

,, রামাপ্রসাদ চন্দ বিএ

,, রাধাগোবিন্দ বসাক এম এ

,, পঞ্চানন নিয়োগী এমএ

বরিশাল

শ্রীযুক্ত দেবকুমার রায় চৌধুরী

,, নিবারণচন্দ্র দাসগুপ্ত এমএ, বিএল্

,, প্রতাপচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

,, হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

,, আশুতোষ সেনগুপ্ত

,, রাজেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়

ফরিদপুর

শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী

,, আনন্দনাথ রায়

,, রওশন আলী চৌধুরী

,, প্রমথকুমার কুণ্ডু

ময়মনসিংহ

মহারাজ শ্রীযুক্ত কুমুদচন্দ্র সিংহ বিএ

শ্রীযুক্ত গোপালদাস চৌধুরী এমএ

,, প্রমথনাথ রায় চৌধুরী

শ্রীযুক্ত ডাঃ বনওয়ারীলাল চৌধুরী
,, কেদারনাথ মজুমদার
,, সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

ঢাকা

শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র মজুমদার এমএ, বিএল্
,, উপেন্দ্রচন্দ্র গুহ এমএ, বিএল্
,, উপেন্দ্রচন্দ্র গুহ এমএ, বিটি
,, অনুকূলচন্দ্র সরকার এমএ
,, নৃপেন্দ্রনাথ দত্ত এম এ

নোয়াখালী

শ্রীযুক্ত রাধাকান্ত আইচ

ত্রিপুরা

শ্রীযুক্ত কর্ণেল মহিমচন্দ্র ঠাকুর

স্বাধীন ত্রিপুরা

শ্রীযুক্ত দ্বিজদাস দত্ত এম এস্‌সি

চট্টগ্রাম

শ্রীযুক্ত মুনসী আবদুল করিম
,, শশাঙ্কমোহন সেন বিএল্
,, ত্রিপুরাচরণ চৌধুরী
,, হরিশ্চন্দ্র দত্ত
,, জীবেন্দ্রকুমার দত্ত

পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম

রাজা শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন রায়

গোয়ালপাড়া

রাজা শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র বড়ুয়া বাহাদুর

গৌহাটী

শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ এমএ
,, বনমালী বেদান্ততীর্থ এম্‌এ
,, তারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য এম্‌এ

শ্রীযুক্ত রজনীরঞ্জন দেব বিএ
,, অপূর্ব্বচন্দ্র দত্ত
,, অচ্যুতচরণ চৌধুরী

কাছাড়

শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন ভট্টাচার্য্য

খুলনা

শ্রীযুক্ত গোপতি রায়
,, নগেন্দ্রনাথ সেন বিএল্
,, কালীপ্রসন্ন দাসগুপ্ত এম্‌এ
,, সতীশচন্দ্র মিত্র বিএ

ভাগলপুর

শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় বিএল্

কটক

শ্রীযুক্ত রায় সাহেব যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি এম এ

কাশী

শ্রীযুক্ত ললিতমোহন মুখোপাধ্যায়

দিল্লী

শ্রীযুক্ত ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায়
,, বসন্তকুমার ভট্টাচার্য্য

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী—সম্পাদক